শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহিমামৃত

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ নদীয়া

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রী-বিভূষিত
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি-
শ্রীশ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের
অনুকম্পিত
তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সভাপতি-আচার্য্য ও সেবাইত
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য ত্রিদণ্ডি দেবগোস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের
কৃপানির্দ্দেশে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ
কর্ত্তৃক
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ
হইতে প্রকাশিত

শ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত
(Sri Nityananda Mahimamrita)

প্রথম সংস্করণ ঃ
শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব তিথি
শ্রীগৌরাব্দ-৫২৩
খৃষ্টাব্দ-২০০৯

মুদ্রণে ঃ
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান
ঃ সর্বপ্রধান কেন্দ্র ঃ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন নং-৭৪১ ৩০২
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪০-০৮৬/২৪০-৭৫২
E-mail : math@scsmath.com, **Website** : http://scsmath.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দমদম পার্ক, ৩নং পুকুরের নিকট
কোলকাতা - ৭০০ ০৫৫
ফোন - ২৫৯০৯১৭৫/২৫৯০৬৫০৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌরবাটসাহী,
পুরী, উড়িষ্যা। পিন নং - ৭৫২ ০০১
ফোন - (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৯৬, সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা,
উত্তরপ্রদেশ-২৮১ ১২১
ফোন নং-(০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ-হাপানিয়া, জেলা-বর্দ্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ। ফোন - (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালী চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা-৫২
পিন নং - ৭৪৩৫১৮
ফোন নং - (০৩৩) ২৫৭৩৫৪২৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ-গোবর্ধন, মথুরা
উত্তরপ্রদেশ - ২৮১ ৫০২
ফোন নং - (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
বামুনপাড়া বর্ধমান।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দারপাড়া, নিউ পালপাড়া (নেতাজী সরণী)
শিলিগুড়ি-৬

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বীরচন্দ্রপুর, শ্রীএকচক্রাধাম, বীরভূম।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নম্র নিবেদন

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

শুক্লা গৌরত্রয়োদশী তিথি—কৃপাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-দিবস। এই পরমা পবিত্রা তিথির মাহাত্ম্য ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

ব্রহ্মাদি এ তিথির করে আরাধনা।।
* * *
পরম পবিত্র তিথি মুক্তি-স্বরূপিণী।
যোহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।।
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
* * *
সর্ব্ব-শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।।

আমি অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। এই পরম মঙ্গলময়ী মুক্তি-স্বরূপিনী তিথির আরাধনা করে আত্মশোধনের ইচ্ছা করছি, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দিব্য মহিমামৃত পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুবর্গগণ যেভাবে কীর্ত্তন করেছেন তারই কিছু আমার এই অদক্ষ হাতে সংগ্রহের চেষ্টা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস মধুরসুধাস্বাদশুদ্বৈকমূর্ত্তৌ
গৌরে শ্রদ্ধাং দৃঢ়াং ভো প্রভুপরিকর সম্রাট প্রযচ্ছাধমেঽস্মিন্।
উল্লঙ্ঘ্যাঙ্ঘ্রিং হি যস্যাখিলভজনকথা স্বপ্নবচ্চৈব মিথ্যা
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং পতিতশরণদং গৌরদং তং ভজেঽহম।।

হে প্রভু পরিকর সম্রাট নিত্যানন্দ প্রভু! শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস মধুর-সুধা-স্বাদ বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাভক্তি এ অধমকে প্রদান করুন। যে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মকে উপেক্ষা করলে যাবতীয় সাধন ভজন স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়, সেই পতিত শরণদ গৌরদ শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

তাঁর শ্রীনিত্যানন্দ দ্বাদশকমে প্রথমেই শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব, তারপর তাঁর লীলা ও মহিমা যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেটা লক্ষ্য করে আমার ভক্তিহীন হৃদয়েও যেন আনন্দের সঞ্চার হয়। উপরোক্ত শ্লোকটি সেই দ্বাদশকমের শেষ শ্লোক, এর মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেভাবে শ্রীনিত্যানন্দ চরণে প্রার্থনা ও তাঁর মহিমা ব্যক্ত করেছেন তা লক্ষ্য করলেই আমরা সহজে বুঝতে পারি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাদের কত প্রয়োজন। সেই গৌর-কৃষ্ণ প্রদানকারী, পাপী-তাপী পতিত উদ্ধারকারী নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুবর্গগণ স্থানে স্থানে আরো কীর্ত্তন করেছেন, সেগুলির কিছু সংগ্রহ করে প্রকাশের ইচ্ছা করছি। যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা প্রচারের দ্বারা আমার মত অপরাধী পতিতাধমের যদি মঙ্গল হয়, তাই এই অভক্ত-প্রয়াস।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা না হলে আমরা ভক্তিময় জীবনই শুরুই করতে পারছি না, সে সম্পর্কে আমাদের নিত্যারাধ্য গুরুবর্গগণ স্পষ্ট করে বলে গেছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন ঃ

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন ঃ

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর করে তুচ্ছ হবে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম নেহারিব শ্রীবৃন্দাবন।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন ঃ

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া।
ছাড়াইবেন মোর বিষয়ের মায়া।।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া।
নামের হাটেতে দিবেন অধিকার।।

এইরূপভাবে শ্রীনিত্যানন্দ স্তুতি ও মহিমা কীর্ত্তন দেখেও যদি কারো অনুরাগ না হয় সে বড় দুর্ভাগা। এসব কথা শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর আরো বিস্তৃত করে বলেছেন তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবতে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন ঃ

নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি।।

নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ ২২/১৩৪-১৩৫)

এহেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রসাদ লাভেচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তনের ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু—

আপনি অযোগ্য জানি মনে জাগে ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ)

তাই নিজে নিত্যানন্দ মহিমা কীর্তনের অযোগ্য জেনে, পরমারাধ্য শ্রীগুরু পাদপদ্মের কীর্ত্তিত শ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত ও আরো গুরুবর্গের নিকট থেকে পাওয়া কিছু শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা প্রকাশের চেষ্টা করছি মাত্র। কিন্তু আমার অযোগ্যতা নিবন্ধন এতেও ভুল ত্রুটি থাকবে জেনেও প্রকাশ করছি, বৈষ্ণবগণ অদোষদরশী, তাঁরা কৃপা করে আমার উদ্দেশ্যের মলিনতা (অপরাধ) সংশোধন করে এটি অঙ্গীকার করুন এই প্রার্থনা।

আমার নিত্যানন্দ মহিমামৃত প্রকাশের প্রেরণা আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদ-পদ্মদ্বয় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ ও বর্তমান আচার্য্য পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ। তাঁরা যে কত সুন্দরভাবে নিত্যানন্দ মহিমা কীর্ত্তন করেছেন, আপনারা এখানেই তা লক্ষ্য করতে পারবেন, যদিও আমার অনুবাদ ও সংকলনের কিছু ভুল-ত্রুটিকে সংশোধন করে নিতে হবে। শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীনিত্যানন্দধামে গিয়ে পরমদয়াল নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে কৃপা প্রার্থনা করেছেন এবং সেই ধামে সেবার জন্য মাসে মাসে কিছু অর্থও প্রেরণ করতেন। আর বর্তমান মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁর ধামের সেবার যে বিপুল ও সুন্দর চেষ্টা প্রদর্শন করছেন সেটিই আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করছে। সকলের চরণে আমার বিনীত প্রণতি। আমায় ক্ষমা করে কৃপা করুন।

জয় গৌর ভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান।।

দীনাধম
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

শ্রীবসন্ত পঞ্চমী
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি
২০০৯

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বন্দনা

আজানুলম্বিত-ভূজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা কমনীয়), যাঁহারা—সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগ-ধর্ম্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তামোনুদৌ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ)

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারবিনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীশচীনন্দন-বন্দনা

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ-বিরচিত

জয় শচীনন্দন সুর-মুনিবন্দন
ভবভয়-খণ্ডন জয় হে।
জয় হরিকীর্ত্তন নর্ত্তনা বর্ত্তন
কলিমল-কর্ত্তন জয় হে।।
নয়ন-পুরন্দর বিশ্বরূপ স্নেহধর
বিশ্বম্ভর বিশ্বের কল্যাণ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-প্রিয়হিয়া
জয় প্রিয় কিঙ্কর ঈশান।।
শ্রীসীতা-অদ্বৈতরায় মালিনী-শ্রীবাস জয়
জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ রায় গদাধর জয় জয়
জয় হরিদাস নামাচার্য্য।।
মুরারি মুকুন্দ জয় প্রেমনিধি মহাশয়
জয় যত প্রভু পারিষদ্।
বন্দি সবাকার পায় অধমেরে কৃপা হয়
ভক্তি সপার্ষদ-প্রভুপাদ্।।

—×—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার।।

(চৈঃ চঃ আদি ৫/২০৫-৯)

পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার মহিমা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব বাসরে
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
প্রদত্ত ইংরাজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ

আজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি, এবং জগতের পক্ষে পরম আনন্দের দিন যেহেতু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অবদান তথা দিব্য নাম-প্রেমরূপ যে উপহার সেটি আমাদের কাছে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমেই এসেছে। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়েই মহাপ্রভুর কৃষ্ণ নাম-প্রেম প্রচার লীলার দুই প্রধান নায়ক। শাস্ত্রে আছে ঃ

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।

(চৈঃ চঃ আদি ১/১৪)

একজন মহাপ্রভু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নবদ্বীপে যিনি বিখ্যাত, পরে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পরিচিত। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য তাঁরা হচ্ছেন প্রভু এবং তাঁরা মহাপ্রভুর দুই চরণ সেবক।

মহাপ্রভুর নাম-প্রেম বিতরণ লীলা বিশেষভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারাই সাধিত হয়েছে। তিনি কৃপা করে পরিপূর্ণ কৃষ্ণতত্ত্ব সকলের কাছে বিতরণ করেছেন। আমরা যারা পতিত অধম, আমাদের একমাত্র আশা ভরসা হচ্ছে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা। তাঁর কৃপায় উদ্ধার হল জগাই মাধাইর মত পাপী ও তাঁর অলংকার লোভী চোর-দস্যু।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জন্মেছেন পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলায় একচক্রা নামক স্থানে। বর্তমানে সেটি বীরচন্দ্রপুর নামে প্রসিদ্ধ। বীরচন্দ্রপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র ছিলেন তাঁর নামের সম্মানে এই স্থানটিও বিখ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও সেখানে গিয়েছিলেন, সকলেই সেই স্থানটি পূজা করে থাকেন। আমাদের শ্রীল গুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজও একচক্রাধামে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন, এবং সেখানেই তিনি যেন শুনতে পেলেন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বলছেন, ''তোমার যা আছে, মহাপ্রভুর করুণা সম্পদ, যা তুমি অপরকে দিচ্ছ না, তাহলে কেন এখানে এসে

আবার আমার কাছে কৃপা-আশীর্বাদ চাইছ''? সেই থেকে এ বিষয়ে চিন্তা করে কেউ শিষ্য হতে চাইলে তিনি তাঁকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন, যেন নিত্যানন্দ প্রভুকে সুখী করবার জন্য। তা নাহলে তিনি শিষ্যাদি করার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন না তাই শ্রীল গুরুমহারাজের শিষ্য সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবে একচক্রা ধামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেরণাই তাঁকে শিষ্য গ্রহণ করতে উদ্যোগী করে।

শ্রীল গুরুমহারাজের অন্ত্যলীলার শেষ দিনগুলিতে তাঁর ঘরেতে তিনি সব সময় ''দয়াল নিতাই'' ''দয়াল নিতাই'' বলে ডাকতেন। এমনকি যখন অসুস্থ লীলা করছেন তখন সেবক যদি জিজ্ঞাসা করত ''আপনার জপমালা কি দেব''? গুরুমহারাজ বলতেন, ''না, না, আমার নিত্যানন্দ প্রভু আছেন, তুমি জপমালা গোবিন্দ মহারাজকে দিয়ে দাও''।

আসলে যদি শ্রীল নরোত্তম দাসঠাকুরের ''নিতাইপদ কমল'' গানটি পড়ি এবং বুঝতে চেষ্টা করি তাহলেই বুঝতে পারব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা।

নিতাই পদকমল কোটীচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইর চরণ দুখানি।।
নিতাইর চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

এটিই হচ্ছে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে। তিনি সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীনিত্যানন্দের প্রভুর মূল তত্ত্ব বর্ণন করছেন। অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা ব্যতিরেকে আমরা প্রকৃত ধর্মপথে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারব না। এই বিষয়ে অনেক উদাহরণও আমরা দেখতে পাই। বিশেষতঃ শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীই নিজের সম্পর্কে এইরকম উদাহরণ দিয়েছেন।

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি যে লঘিষ্ট।।
মোর নাম শুনে যেই তার পূণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার।।

(চৈঃ চঃ আদি ৫/২০৫-৯)

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাহা সর্ব লভ্য হয়।।

(চৈঃ চঃ আদি ৫/১৯৫)

"শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমি শ্রীবৃন্দাবনধাম পেয়েছি। তিনি আমাবে আদেশ করেছেন বৃন্দাবনে যাও সেখানে তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ করবে এবং যখন অমি বৃন্দাবনে এসেছি তখন আমি শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন এবং শ্রীরাধাগোপীনাথের চরণপদ্ম লাভ করেছি এবং এছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ যেমন শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল জী গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এরকম সকল গোস্বামীগণেরই চরণধূলী ও কৃপা লাভ করেছি। তাঁরা আমায় আলিঙ্গন করে কাছে নিয়ে গেছেন আর বিশে ভাবে আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের কৃপা লাভ করেছি"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

শ্রীরূপ রঘুনাথের কৃপা ছাড়া আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে পারব না, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ছাড়াও আমরা শ্রীচৈতন্যলীলায় ও বৃন্দাবনলীলায় প্রবেশ করতে পারব না। 'নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে'। যদি আমরা নিত্যানন্দের কৃপালাভ করি তাহলে সকল বৈষ্ণবগণের কৃপালাভ হবে এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও কৃপালাভ হবে। শাস্ত্রে এর উদাহরণ আছে।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তিনি অত্যন্ত বৈরাগ্যবান যদিও অত্যন্ত ধনবান। আর তাঁর পিতা ও খুড়া উভয়েই সমস্ত ধনসম্পত্তি তাঁকেই দিতে চান কিন্তু তিনি এসব কিছুই চান না। তিনি শুধু মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাই চান।

অনেক সময়ই চেষ্টা করেছিলেন তাঁর পরিবার পরিজনদের ছেড়ে চলে যেতে কিন্তু তিনি তা পারেন নি। তাঁর পিতা নানাভাবে তাঁকে যেতে বাধা দিয়েছিলেন, তাই তিনি কোন ভাবেই যেতে পারছিলেন না, একবারতো শান্তিপুর থেকে মহাপ্রভু তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন একবার পানিহাটিতে এসেছিলেন তখন রঘুনাথ তাঁর কাছে এসেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে কৃপা করে বললেন—

দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে।।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন। দধি, দুগ্ধ, চিড়া, ক্ষীর, সন্দেশ, চিনি, কলা এরকম সমস্ত প্রকার খাবার ব্যবস্থা করলেন। এই উৎসবটি চিড়া-দধি মহোৎসব নামে পরিচিত। এখনও এই উৎসব প্রতি বৎসর ভক্তগণ করে থাকেন। এই উৎসবটি দন্ড-মহোৎসব নামেও পরিচিত। এটা যেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য লীলায় প্রবেশের জন্য দন্ড-রূপ কৃপা। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এই উৎসবে মহাপ্রভুও এসে ভোজন করেছিলেন। ভোজনান্তে রঘুনাথ

দাস গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুও সমস্ত ভক্তবৃন্দকে প্রণামী দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে স্বর্ণ-মুদ্রা, তারপর রাঘব পণ্ডিত আদি সমস্ত ভক্তগণকে যথাযথ ভাবে প্রণামী দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর উপর এত খুশী হলেন যে তাঁর শ্রীচরণপদ্ম রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মাথায় রেখে তাঁকে কৃপা করলেন যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবারে নিশ্চয়ই তাঁকে কৃপা করে অঙ্গীকার করবেন। তারপর দেখা গেল সুযোগ বুঝে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহ থেকে পালাতে সক্ষম হলেন ও মহাপ্রভুও তাঁকে কৃপাপূর্বক গ্রহণ করে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করলেন। তাহলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় রঘুনাথ দাস গৃহবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সেবায় যোগ দিতে পারলেন। তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ভক্ত মীনকেতন রামদাসকে সন্তুষ্ট করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কবিরাজ গোস্বামীর উপর খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং স্বপ্নে তাঁর সামনে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে শ্রীনিত্যানন্দের রূপ বর্ণন করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন অবধূত। অবধূত মানে যিনি নিজে নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি যা করেন সবই ঠিক। এই ধরনের মহাজনকে অবধূত বলা হয়েছে। বাইরে থেকে তাঁর ক্রিয়াকর্ম ঠিক মনে না হলেও সে সবই ঠিক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলার মধ্যে এরকম দেখা যায়। নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দের আচার, আচরণ ও বেশভূষা দেখে মহাপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দ সম্পর্কে তার সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি তা নিরসন করেন। তিনি বলেন ঃ

ধর্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নে সর্বভূজো যথা।।
ভাঃ ১০/৩৩/২৯

অর্থাৎ ঈশ্বরদিগের (কর্মাদি পারতন্ত্র্য রহিত ব্রহ্মা, বৃহস্পতি প্রভৃতি সমর্থ ব্যক্তিদিগের) যে ব্যতিক্রম (ধর্মমর্যাদা লঙঘন) দৃষ্ট হয় এবং সাহস বা নির্ভরতা দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত কিন্তু তেজস্বীদিগের পক্ষে দোষের হেতু হয় না। যেমন অগ্নি সর্বভূক। অগ্নি সমস্ত বস্তুকেই এমন কি মলমূত্রাদি অপবিত্র বস্তুকেও ভোজন বা দগ্ধ করে থাকে তাতে অগ্নির কিছু হয় না সেরকম শ্রীনিত্যানন্দের পক্ষে

সন্ন্যাসীদিগের আচরণের ব্যতিক্রম তাঁর দোষের হেতু হয় না। তিনি সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত, মায়াবদ্ধ জীবের জন্যই বিধি-নিষেধ, মায়াতীত ভগবানের জন্য নয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব না জেনে যে তাঁর আচরণের নিন্দা করে সে জন্ম জন্ম বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। মহা-অধিকারীও যদি নিন্দা বা বিদ্রূপ করে তাহলে তাঁকেও ক্লেশ ভোগ করতে হবে। এভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আরো অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বললেন ঃ

নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি।।
অলৌকিক যেবা কিছু দেখ তান।
তাহাতে আদর করিলে পাই ত্রাণ।।
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব জীব পাইবে উদ্ধার।।
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার।।
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।
চল বিপ্র তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা গিয়া তুমি সবারে বুঝাও।।
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপ নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে।।
যে তাহারে প্রীতি করে সে করে আমারে।
সত্য সত্য বিপ্র এই কহিল তোমারে।।
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।।

শ্রীমন্মমহাপ্রভুর এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ আনন্দিত হলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তার গভীর বিশ্বাস লাভ হল। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও তার মুখ থেকে সব শুনে সে ক্ষমা প্রার্থনা করলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও করুণা করে তাকে কৃপা করেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীরূপ-সনাতন ষড় গোস্বামী বৃন্দাবনে প্রচার করলেন আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড় দেশে তাঁর পরিকরবৃন্দকে নিয়ে বিপুল প্রচার করলেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস রূপে আমরা দুজনকেই দেখতে পাই এবং দুই জনাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচুর কৃপালাভ করেছেন। প্রথম পাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে, তিনি শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেছেন আর চৈতন্যলীলার দ্বিতীয় ব্যাস হলেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেছেন। আমি উভয়কে নিয়ে একটি শ্লোক রচনা করেছি—

দাস-বৃন্দাবনং বন্দে কৃষ্ণদাস প্রভুং তথা।
চ্ছন্নাবতার-চৈতন্য-লীলা-বিস্তার কারিণৌ।।
দ্বৌ নিত্যানন্দ পাদাব্জ করুণারেণু-ভূষিতৌ।
ব্যক্তচ্ছন্নৌ বুধাচিন্তৌ বাবন্দে ব্যাসরূপিনৌ।।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু না আসলে আমরা মহাপ্রভুর দিব্যলীলা কিছুই জানতে পারতাম না, কেননা তাঁর কৃপা নিয়েই এই প্রভুদ্বয় মধুর চৈতন্যলীলা জগৎকে দান করেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবী দেবী সম্প্রদায়ের হাল ধরেছেন, নিত্যানন্দের প্রতিনিধিস্বরূপে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যও করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের অপর শক্তি বসুধাদেবীর গর্ভজাত নিত্যানন্দ নন্দন হচ্ছেন বীরচন্দ্র প্রভু, তিনিও শ্রীজাহ্নবী দেবীর থেকে দীক্ষা নিয়ে উদার ভাবে বিপুল প্রচার করেছেন। তিনি অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোককেও মহাপ্রভুর চরণে নিয়ে এসেছেন। এই ভাবে শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারা জগৎজীব মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে ও হচ্ছে।

—০—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমবদান্য কৃপাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব বাসরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ইংরাজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্রজের শ্রীবলদেব প্রভুর অবতার। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন 'বলরাম হইল নিতাই'। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও উল্লেখ করেছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবলদেবের অবতার। কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরই কিছু ব্যক্তি প্রচার করছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমতী রাধারাণীর অবতার। এই ব্যাপারে গৌড়ীয় মঠের দিক থেকে প্রতিবাদ দেওয়া হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগামী বলে এদেরকে স্বীকার করা যায় না।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একচক্রা নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই স্থানটি কাটোয়ার পশ্চিমদিকে। একচক্রার উত্তর পশ্চিমদিকে যেখানে পাণ্ডবরা ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করেছিলেন সেখানেই গর্ভাবাস নামে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব স্থান রয়েছে, এছাড়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বেশ কয়েকটি লীলাস্থলী সেখানে আছে। শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রপ্রভু সেখানে মন্দির, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন এই স্থানটি বীরচন্দ্রপুর নামেও পরিচিত। প্রায় ২০০ বছর আগে এখানে প্রচণ্ড ঝড় ও বজ্রপাত হওয়ায় অনেক প্রচীন নিদর্শন নষ্ট হয়ে যায় পুনরায় একজন বড় জমিদার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এসে এই বীরচন্দ্রপুরে পূজাদি প্রবর্তন করেন।

তোমার পুত্রকে দাও ঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাতার নাম ছিল পদ্মাবতী এবং পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত। ওঝা তাঁদের উপাধি ছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বয়স যখন ১২ বছর তখন একজন সন্ন্যাসী এসে হাড়াই পণ্ডিতের নিকট তাঁর এই সুন্দর পুত্রটিকে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এরূপ পুত্রকে বিদায় দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব কিন্তু কি করা যায়? একজন সন্ন্যাসী এসে ভিক্ষা চাইছেন এতো তাঁদের পক্ষে অস্বীকার করার মত নয়, তাই সন্ন্যাসীর

হাতেই একমাত্র পুত্রকে তুলে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই থেকে সন্ন্যাসীর সঙ্গ ধরে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেছেন।

মহাপ্রভু এত তীর্থস্থান ভ্রমণ করেননি, উনি বিশেষ করে ভ্রমণ করেছেন দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ভারতের কিছু অংশ, যেমন বৃন্দাবন, কাশী এবং প্রয়াগ। দ্বারকা, বদরীনারায়ণ মহাপ্রভু যাননি কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাবের পর যখন তিনি তীর্থ পর্যটন করছিলেন সেই সময় মহাপ্রভু গয়া থেকে ফিরে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেছিলেন।

উভয়ের অনুসন্ধান ঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে শেষে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। উনি কিছু অনুসন্ধান করছিলেন কেননা স্বরূপত তিনি ছিলেন বলদেব। যখন কৃষ্ণ চলে এসেছেন তখন বলদেব স্বরূপ নিত্যানন্দ কৃষ্ণের জন্য আকর্ষণ অনুভব করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিশেষভাবে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিলেন কিন্তু তাঁকে পাননি। তখন তিনি অন্তর থেকে প্রেরণা পেলেন কোথায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তিনি তো এখন নবদ্বীপে, আমি সেখানে যাব এই প্রেরণা হৃদয়ে পেয়ে তিনি নবদ্বীপে এলেন।

মহাপ্রভু ইতিপূর্বে তাঁর সংকীর্তন আরম্ভ করেছেন এবং তিনি সেই সময় একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন কেউ একজন রথে চড়ে এসেছেন, সেই রথের চূড়ার ধ্বজায় একটি তালগাছ; এবং তিনি অনুসন্ধান করছেন কোথায় নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী। কেউ তখন বলে দিল, 'এখানে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী'। মহাপ্রভু তখন বলেছিলেন ভক্তদেরকে ‘‘একজন মহান ব্যক্তিত্ব নবদ্বীপে এসেছেন গতরাত্রে; তোমরা (শ্রীবাসাদি ভক্তগণ) চেষ্টা কর তাঁকে খুঁজে পেতে। ভক্তগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তাঁকে খুঁজে পেতে, তাঁরা নবদ্বীপের কোণে কোণে সন্ধান করেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পেলেন না। তাঁরা মহাপ্রভুকে জানালেন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কোন মহান ব্যক্তিকে, কোন সাধুপুরুষকে বা কোন মহাপুরুষের সন্ধান পাইনি। তখন মহাপ্রভু নিজে আনুগামীদের নিয়ে খুঁজতে বেরুলেন এবং সোজা নন্দন আচার্য্যের বাড়ীর দিকে গেলেন, সেখানে নতুন এক মহাজনকে দেখতে পেলেন, যিনি দিব্য কান্তিধারী, দীর্ঘ বলশালী ও সুন্দর চেহারাযুক্ত; যিনি

সেই বাড়ীর বারান্দায় বসে আছেন। ভক্তগণ বুঝতে পারলেন এই সেই মহান ব্যক্তি, যাঁর কথা মহাপ্রভু বলছিলেন। তিনি বসেছিলেন গৈরীক বসন পরিহিত অবস্থায় আর অন্যরা সকলেই সাদা বসন পরিহিত। কেউ একজন সেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করলেন, তাতে তাঁর অঙ্গে দিব্য সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর দিব্য প্রেমময় রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করে সকলেই বুঝতে পারলেন ইনি এক অতিমহান পুরুষ, ক্রমশঃ তাঁর সন্নিকটে অবস্থানের ফলে বুঝতে পারলেন ইনিই সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। বাইরের দিক থেকে তাঁর ভাবভঙ্গী একজন পণ্ডিত সুলভ মানুষের মত নয়, এবং সাধারণ মানুষের মতও নয়, এক দিব্য উন্নত ভাবভক্তির প্রকাশ হচ্ছিল তাঁর অবয়ব থেকে।

মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়কেই আদেশ দিলেন, "যাও দ্বারে দ্বারে গিয়ে যাকে দেখ তাকেই বল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে, অন্যকিছু একপাশে রেখে।

প্রকৃত বিকল্প ঃ

সেই সময় নবদ্বীপধামে তান্ত্রিকের দ্বারা পূর্ণ ছিল, শক্তি তথা মহামায়ার আরাধনাই তখন প্রাধান্য পাচ্ছিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তখন প্রচার আরম্ভ করেছিলেন, সকলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সব কিছু ছেড়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণেই প্রকৃত মঙ্গল। অর্থাৎ যার দ্বারা শুধু মায়া বন্ধন মুক্ত হওয়াই নয়, উপরন্তু একটি যথার্থ প্রকৃত জীবন লাভ বৈকুণ্ঠে বা বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ আরাধনার দ্বারা পরাগতি, আর মায়ার আরাধনা যে প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছিল, তা হচ্ছে বিপরীত প্রতিক্রিয়া আনয়নকারী আমাদের বন্ধনের কারণ। এসব কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে কিন্তু খুব বিস্তৃতভাবে নয়। তোমরা যদি যথেষ্ট সচেতন হও তাহলে দেখবে এই মিথ্যা জগৎ নিরাপদ নয়। তুমি অবশ্যই প্রবেশ কর সত্য জগতে, এবং সেখানে তুমি নিরাপদ। এর দ্বারা শুধু মুক্তিই পাওয়া যাবে না বরং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে, যদি যথার্থভাবে সেবাময় জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, সৎ-চিৎ-আনন্দময় সেখানে স্বার্থহীন হলেই হচ্ছে না, সম্পূর্ণ ঈশ্বরকেন্দ্রিক সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সত্যজগৎ সেখানে যা হচ্ছে তা পরিপূর্ণ সুখময়, এবং সেটা আমরা লাভ করব সেবার দ্বারা। এখানে আমরা যে ভোগময় সত্ত্বারূপে, শোষণকারী সত্ত্বারূপে আছি সেটাকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই এর প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পাব।

স্বতঃস্ফূর্ত সেবা ঃ

মিথ্যা জগতে, ভোগময় জগতে ত্যাগ বা বৈরাগ্যই যথেষ্ট নয়। সত্য অর্থাৎ যে প্রকৃত জগৎ ও জীবনের কথা বলা হচ্ছে সেটাকে পাওয়া যাবে সেবার মাধ্যমে। সেবা হচ্ছে মহান, নিজের আত্ম-স্বার্থ বিসর্জন পূর্ণের জন্য যা পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ। এর সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না। এটা বিধি ধর্মের উপরে রাগানুগ অবস্থা। এই অনুরাগ যুক্ত সেবাময় অবস্থায় পৌঁছানই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থা। সুতরাং নীচুস্তরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ এবং পূর্ব অভ্যাস, ক্ষুদ্র স্বার্থ সম্পর্কযুক্ত পূজাপাঠ ইত্যাদি সবকিছু ত্যাগ কর। ডাই টু লিভ্, প্রকৃত বাঁচার জন্য মিথ্যাকে ছাড়। মিথ্যা ক্ষুদ্র জীবন থেকে উন্নত জীবনকে স্বাগত জানাতে হবে। জীবনটা অত্যন্ত মূল্যবান যা শুধু মনুষ্য জীবনেই সম্ভব। অন্যান্য জীবদেহে এই ধরনের উচ্চ জীবনের সন্ধান সুযোগ পাওয়া যায় না, তাই দেখা যায় সৃষ্টির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে মানব জাতি অল্প সংখ্যক যা হচ্ছে সত্যের দিকে যাবার দরজাস্বরূপ। সুতরাং এর জন্য সত্য জীবনে উন্নীত হওয়ার প্রয়োজন। সেই সত্য ও সুন্দর হচ্ছেন কৃষ্ণ। তিনি হচ্ছেন সর্বার্থক সত্য ও সুন্দর। তিনি চিত্তবিনোদক অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। আমাদের জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে যদি আমরা সেই পরম প্রভুকে বরণ করি। বিশেষ করে তাঁর মধুর নাম গ্রহণের মাধ্যমে এই কলিযুগে একটি বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে, যে প্রকৃত সাধু সঙ্গে ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত উন্নতি অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিষয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে জানতে ও জানাতে পারি।

জগাই মাধাই উদ্ধার ঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে নগরে বেরিয়ে একদিন জগাই মাধাই নামে দুই মাতাল গুণ্ডার দেখা পেলেন, এরা মদ্যপ গুণ্ডা কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশজাত এবং নবদ্বীপের মুসলমান শাসকের অধীনে শাসনকার্য্যে রত। তাদের ধর্মের দিকে কোন নজর ছিল না, যা-তা ভক্ষণ করে দস্যু কর্ম করা ও নানাবিধ পাপ কার্য্যে তারা রত ছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মহিমা প্রচারের জন্য এই দুই পাপী উদ্ধারের সংকল্প করলেন এবং হরিদাস ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে বললেন—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।।
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।
(চৈঃ ভাঃ)

কিন্তু এসব কথা শুনে মহাক্রোধে দুই দস্যু নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে তাড়া করে এল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুদ্বয় মহাপ্রভুকে সেদিনকার বৃত্তান্ত জানালে মহাপ্রভু এদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেও নিত্যানন্দ প্রভু এদের উদ্ধারের দ্বারা মহাপ্রভুর 'পাতকী-পাবন' নাম জগতে প্রকাশ তথা মহাপ্রভুর মহিমা বিশেষ ভাবে জগতে প্রচারের ইচ্ছা করলেন। এরা মহাপাপী ও দস্যু এরা যদি পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ভক্ত হয়ে যায় তাহলে জগতের লোক বুঝতে পারবে মহাপ্রভুর ক্ষমতা ও মহিমা। মহাপ্রভু বললেন, নিত্যানন্দ দর্শনে এবং তিনি যে এদের মঙ্গল চিন্তা করছেন, এতেই কৃষ্ণ নিশ্চই অচিরাতে তাদের মঙ্গল করবেন।

আর একদিন নিশাকালে নিত্যানন্দ জগাই মাধাইকে রাস্তায় দেখলেন সেই সময় মাধাই নিত্যানন্দের অবধূত নাম শুনে রেগে গিয়ে মাটির কলসের দ্বারা নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করতেই মাথা কেটে রক্তপাত হল। প্রত্যক্ষদর্শি কিছু লোক গিয়ে মহাপ্রভুকে এই খবর জানালে মহাপ্রভু সেখানে এসে নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত দেখে 'চক্র চক্র' বলে আহ্বান করলে চক্র এসে গেল, জগাই মাধাই তা দেখল। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে স্মরণ করালেন এই অবতারে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না। আর বললেন ঃ

"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর—তুমি হও স্থির।।

আরো বললেন মাধাই মারতে গেলে জগাই বাধা দিয়ে আমায় বাঁচালো।

'জগাই রাখিল'—হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গিলা প্রভু সুখী হৈয়া।।

জগাইরে বলে,—"কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে।।
যে অভিষ্ট চিত্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেম ভক্তি লাভ।।

(চৈঃ ভাঃ)

জগাইর উপর কৃপা দেখে মাধাইর ও পরিবর্তন শুরু হল। মাধাই নিত্যানন্দ চরণ ধরে পড়লে প্রভু তাকে কৃপা করলেন, মহাপ্রভুও তাকে কৃপা করলেন। দুই দস্যুর পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল। এর ফলে নগরে নগরে নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল যিনি দুই মহা দস্যুকে মহান ভক্ত করে দিলেন। সেই সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাও প্রকাশিত হল, যিনি দস্যুকর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে, তাকে কৃপা করে, মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে অনুমোদন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই রকম উচ্চ কৃপাময় বলে তাঁর দিব্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কখনই শোষণকারী বা ভোগকারী মানসিকতা ছিল না, তিনি পরিপূর্ণভাবে গৌর-কৃষ্ণে সমর্পিত।

নিত্যানন্দ প্রভু প্রকৃত সেবক ঃ

সনাতন গোস্বামী তাঁর টীকায় লিখেছেন, রাসলীলায় কৃষ্ণ যখন গোপীদের নিয়ে লীলাখেলা করছেন তখন বলরামও রাসলীলা করেছেন কিন্তু তিনি হৃদয়ে এই রাস কৃষ্ণের জন্য করছেন, কৃষ্ণকে অংশ গ্রহণ করানোই তাঁর ইচ্ছা। তিনি গোপীদের ভোক্তা নন, সেখানে তিনি সরেই থাকেন না, বরং সেখানে কৃষ্ণের জন্য তাঁর সেবার মনোভাব পরিপূর্ণ ভাবে রয়েছে।

সেবার জন্য সবকিছু ঃ

শ্রীবৃন্দাবন ব্রজমণ্ডলে বিভিন্ন রসের ভক্তদের মধ্যে বিবাহ আছে, স্ত্রী-পুরুষে মিলনাদি আছে কিন্তু সেসব ভোগমূলক নহে তা যদি হয় তাহলে তাঁদের এই জড় জগতে চলে আসতে হবে। সেটা একটা অন্য ধরনের ভাব অর্থাৎ সেবোন্মুখী ভাব, যা না থাকলে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। সেই রাজ্যে সকলেই সেরকম। বাইরের দিকে যা ভোগ বলে মনে হতে পারে আসলে তা নয় সেখানে সেসবই সেবামূলক। সেখানে প্রবেশ করতে হলে কায়, মন ও বাক্যে সেরকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। হেগেলের 'বাঁচার জন্য মর', বা 'ডাই টু লিভ্', সেবাময় জগতে

বাঁচবার জন্যে ভোগময় জড় জগতে মৃত্যুর দরকার। আর এটা অবৈজ্ঞানিক নয়, প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক।

ব্যাসদেবের শেষ দান ঃ

এই প্রকার প্রকৃত বস্তুর প্রতি, দিব্য সিদ্ধান্তের প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে তাহলে আমাদেরকে শ্রীমদ্‌ভাগবতমে আসতে হবে। যা হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের বা শাস্ত্ররাজীর শেষ উপহার। ব্যাসদেবের শেষ চরম উপহার হচ্ছে এইটিই শ্রীমদ্‌ভাগবতম, 'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে/ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে'। জগতে ধর্মের নামে ছল ধর্মই চলছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতমই একমাত্র প্রকৃত ধর্মের কথা বলছেন কৈতব রহিত যা স্বার্থগন্ধ শূন্য।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারে দ্বারে আবেদন ঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতি দ্বারে দ্বারে, গঙ্গার তীরে তীরে বলে বেড়িয়েছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নামরে।
যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে
সেই হয় আমার প্রাণরে।।

এভাবে তিনি গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে সকলের কাছে আবেদন করেছেন, যে সব ছেড়ে গৌরাঙ্গকে ধরতে হবে, তাতেই আমাদের সব লাভ হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়া যাবে। নিত্যানন্দ প্রভু অধম পতিত জনের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলছেন।

'আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি', এই বলে তিনি গড়াগড়ি দিচ্ছেন ধূলাতে আর আবেদন নিবেদন করছেন মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করবার জন্য। এই হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু, যিনি জগাই মাধাইর মত পাপীকে মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছে দিলেন, দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে অনুনয় বিনয় করলেন মহাপ্রভুকে আশ্রয় করে জীবন সার্থক করার জন্য।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা ঃ

নিত্যানন্দ প্রভুই আমাদের একমাত্র ভরসা। তিনি পরোপকারেচ্ছু, বদান্য ও কৃপাময় যে সহজে আমরা তাঁর নজরে পড়তে পারি এবং কৃপালাভ করতে পারি। শ্রীগৌরহরি তাঁর অনুমোদনকে অস্বীকার করতে পারবেন না। আর যখন আমরা

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করব তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তাঁর লীলা ও বৃন্দাবনধাম, এসব কিছুই আমাদের হাতের মুঠোয়।

আমাদের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ লালসা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা রাধাদাস্য। তা লাভ করার জন্য সর্বাগ্রে চাই নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দের প্রতীভূ গুরুপাদপদ্মের সেবাদাস্য এবং এইটাই তার ভিত্তিভূমি (Foundation)। এই ভিত্তিভূমিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেই ক্রমপন্থায় অগ্রসর হতে হবে। তাই নিত্যানন্দ প্রভু অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের করুণা লাভ করাই আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই প্রকার সাধনপথেই চরমে রাধারাণীর সেবাধিকার পাওয়া যাবে। "নিতাই এর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে"।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়ই আমরা গৌরাঙ্গের কৃপা পাব এবং তার ফলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাব, সর্বোত্তম সর্বোচ্চ স্তরের সেবাসৌভাগ্য লাভ করব। অন্য পন্থায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করতে গেলে অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়ে সোজাসুজি (direct service) রাধা-গোবিন্দের সেবা করতে গেলে তা কৃত্রিম ও অসম্পূর্ণ হবে। সুতরাং আমরা নিত্যানন্দ গুরুদেবের আনুগত্য ও সেবার মাধ্যমেই গৌরাঙ্গ, তারপরে রাধামাধবের যুগল সেবার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাতে পারব।

আচণ্ডালে কোলে নেয় নিত্যানন্দের দয়া ঃ

সময় বিশেষে নিত্যানন্দের দয়া চৈতন্য মহাপ্রভুকেও ছাড়িয়ে যায়। কেউ হয়ত এটাকে একটা অনাবশ্যক বা মাত্রাধিক্য বলে মনে করতে পারেন। কারণ, এমনও দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যাধিক অপরাধীকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। কারণ তাঁকে সবদিকটা নজর রাখতে হয়, ভারসাম্য (balance) বজায় রাখতে হয়।

কিন্তু নিত্যানন্দের সেসব বালাই নাই; তিনি ঐ সব খাতির করেন না—বিচার করেন না। নির্বিচারে প্রেম দেওয়াই নিতাই এর স্বভাব। কৃপা বিতরণে তিনি মুক্তহস্ত যাকে বলে একেবারে অন্ধ, যোগ্য-অযোগ্য কোন বিচারই তাঁর নাই। এমন কি মহাপ্রভুও যাকে নিরাশ করেন, তাকেও নিতাই বাহুতুলে কোলে নেন। তখন মহাপ্রভুও নিরুপায়; নিতাই চাইছে কৃপা না করে যাবেন কোথায়!

তাই নিতাই এর করুণা উদারতায়-বিশালতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর এইটিই

আমাদের মত পতিত জীবের একমাত্র আশা ভরসা; যত পতিতই হই না কেন নিতাই এর করুণায় একেবারে সর্বোচ্চ স্তরেও পৌঁছাতে পারি।

এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগতগণের কাছে বলে ফেললেন—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে।। (চৈঃ ভাঃ)

জাগতিক দৃষ্টিতে নিত্যানন্দ প্রভুর কদাচার কদাচারই নয়। যদি কেহ নিত্যানন্দের কৌপীনের একটি টুকরাকে মস্তকে ধারণ করে, সেও সর্বপাপ মুক্ত হয়ে পরম পবিত্র হয়ে যাবে। তাই এস আমরা প্রার্থনা জানাই,—

“আমার মন যেন সদাই নিতাই এর পাদপদ্মে লেগে থাকে। আমি তাঁর চরণে নিরন্তর প্রণতি জানাই।” আমরা ত' মায়ার কবলে ফেঁসে গিয়েছি।

এমন জীবকে উদ্ধার করার জন্য, মায়া পিশাচীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্যই মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন। তিনি পতিত জীবের পেছনে ছুটে চললেন তাদেরকে কৃষ্ণনাম শুনিয়ে মায়ার ফাঁস থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য; আর নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ছায়ার মত সর্বত্র তাঁর পেছনে ঐ কাজেই ছুটে চললেন। তিনি মহাপ্রভুতে নিজেকে এক করে নিলেন তাঁর মহৎ কাজে।

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একান্তভাবে সদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন থাকতেন, অথচ তার মধ্যেই অতি দীনাতিদীন পতিত জীব কি করে মায়ামুক্ত হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন পাবে, তার জন্য চিন্তিত থাকতেন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি যাও বঙ্গদেশে সেখানে সকলকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলারস বিতরণ কর, সকলকে রাধাকৃষ্ণের নাম লওয়াও। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু বাংলায় গিয়ে কৃষ্ণনামের পরিবর্তে সকলকে গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়ে বেড়ালেন।

“যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই হয় আমার প্রাণরে।” তাঁর উদ্দেশ্য হল “গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করলেই সকলের পাপতাপ দূর ত' হবেই আর তখনই কৃষ্ণলীলারসও পেয়ে যাবে। দুইই সহজেই হয়ে যাবে তাই আমরা আবার নিতাই এর কৃপা প্রার্থনা করি—

“হে নিত্যানন্দ প্রভু! হে শ্রীগুরুদেব, আমায় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে একবিন্দু শ্রদ্ধা রতি দান করুন, কারণ তিনিই ত' শ্রীবৃন্দাবন-রাসরস-রসিকমূর্ত্তি শ্রীরাধাগোবিন্দ

মিলিত তনু। একটু কৃপা করুন, যাতে অমি সেই ব্রজধামে সেই প্রেমরসসেবা লাভ করতে পারি।"

আমরা যদি শ্রীগৌর-নিতাই এর আশ্রয় না নিই তবে ত' আমরা রাধাগোবিন্দ সেবা স্বপ্নেও পাব না। আমাদের বাস্তব সেবা কেবল কল্পনাতেই থেকে যাবে। নিত্যানন্দ প্রভু ত' অতি পতিত, অতি দুর্গতিগণের একমাত্র আশা-ভরসা। গুরুতত্ত্ব-গণের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুই সর্বাপেক্ষা ঔদার্য্য বিগ্রহ। তাই তাঁরই সর্বতোভাবে আশ্রয় নিতে হবে—তাঁরই শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করতেই হবে।

বৈকুণ্ঠ-গোলোক ধামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সংকর্ষণ রূপে বিরাজমান। সর্বসত্তার মূল ভিত্তিভূমিই ত' একমাত্র তিনি, তিনিই মূল বলদেব, পরতত্ত্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও সৃষ্টি সম্ভারের মূলাধার। অথচ তিনিই নিত্যানন্দরূপে, গুরুরূপে রাস্তায় নেচে নেচে প্রেমের অশ্রু ঝরিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে চলেন ঃ

"গৌরাঙ্গের নাম লও, আমাকে কিনে নাও।"

তাই ত' বলি তিনি যতই দৈন্য দেখিয়ে যাই বলুন না কেন, তিনিই ভক্তিপথের সর্বোচ্চ পদাধিকারী আমরা তাঁর চরণেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ তত্ত্বের সম্যক্ ও পর্য্যাপ্ত আলোচনায় দেখতে পাই বলদেব নিত্যানন্দই যাবতীয় সৃষ্টির আধার কৃষ্ণলীলার যাবতীয় উপকরণের আধার তাই নিত্যানন্দ ও তদভিন্ন গুরুদেবের সর্বনিবেদনাত্মক চরণাশ্রয়ই আমাদের একমাত্র সাধন সম্পদ।

দয়াল নিতাই ঃ

সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদাতাগণের চেয়ে প্রেমদাতাই সর্বশ্রেষ্ঠদাতা। কারণ সৃষ্ট জগতে, দেবলোকে, বৈকুণ্ঠে যত সম্পদ আছে, ভগবৎপ্রেম-কৃষ্ণপ্রেমই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রেমপ্রাপ্তিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের চেয়ে অধিক উদার-অধিক দয়ালু, তা'হলে একথাও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, শ্রীবলরামের চেয়ে শ্রীনিত্যানন্দ অধিক দয়ালু। অন্য সমস্ত ব্যাপারে দুই যুগলই (কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য এবং বলরাম ও নিত্যানন্দ) সমান-অভিন্ন। বলরামে ঔদার্য্য ভাব অধিক হলেই তিনি নিত্যানন্দ হয়ে যান।

কৃষ্ণপ্রেমের ভগবৎপ্রেমের স্থান কত ঊর্দ্ধে সে সম্পর্কে সাধক হৃদয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া দরকার। উচ্চস্তরের সাধুগণ অর্থাৎ উত্তম অধিকারী ভক্তগণ ধর্মার্থকাম ত' দূরের কথা, তাঁরা মুক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা প্রেমের একবিন্দুর আস্বাদ পেয়ে গেলে বাকী সবই পরিত্যাগ করে থাকেন। সুতরাং প্রেমের স্থান যদি এত ঊর্দ্ধে তবে সেই প্রেম যারা অযাচিত ভাবে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করেই দিয়ে থাকেন তবে তাঁরাতো' সবচেয়ে বড় দাতা ''ভুরিদা জনাঃ''।

ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন এই বিশ্বের যাবতীয় চেতন জীবের পরমাত্মা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন এই সমগ্র বিশ্বের পরমাত্মা আর কারণোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন এই বিশ্ব ব্যতীত আর যত অসংখ্য বিশ্ব রয়েছে সেই সমগ্র বিশ্বের পরমাত্মা। এই সমস্ত বিষ্ণুর মূল হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, তিনি বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেবই অন্যরূপে মহাবিষ্ণু নারায়ণ।

আর নিত্যানন্দরূপে বলদেবই অবতীর্ণ হন যখন কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যখনই শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হন, বলদেবও তাঁর লীলাসঙ্গী রূপে মনুষ্য দেহ ধারণ করে নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হন, উদ্দেশ্য অবিচারে প্রেম বিতরণ। গৌরাঙ্গকে সকলের কাছে বিলিয়ে দেন তিনিই। নিত্যানন্দের নরলীলার ক্রমিক ঘটনাগুলির আলোচনা করলে আমরা তাঁর লীলারহস্যের মর্ম অবগত হতে পারব।

মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে কৃষ্ণপ্রেম বিলাতে আদেশ দিলেন, তিনি তা না করে গৌরাঙ্গ-নাম, গৌরাঙ্গ-প্রেম বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন অধম পতিত জীবের কাছে। এমন দয়ালু নিতাই এর চরণে প্রণাম নিবেদন করবই।

শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু কথা গোপনে বললেন। তারপরেই নিত্যানন্দ প্রভু বাংলাদেশে এসে কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবা ও বসুধাকে বিবাহ করলেন। গোপন কথা এই যে, শ্রীমহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দকে বিবাহ করে নাম-প্রেম প্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় বিবাহ করেননি। তাঁর পক্ষে বিবাহ করা না করা সমান। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ এসব তর্ক তাঁর বেলায় খাটে না। তিনি এসবের অতীত।

এ সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করা ক্বচিৎ দেখা যেত। সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখা সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমন্

মহাপ্রভু যে উদার সাধন ধারা অর্থাৎ নাম সংকীর্ত্তন যা কলিযুগের জন্য সাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পন্থা, তা সেকালে গৃহস্থ না হয়ে গৃহস্থ সমাজে প্রচার করা কঠিন ছিল। সন্ন্যাসী যদি বেশী করে গৃহস্থদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তবে তাঁর আচরণে কটাক্ষ করার সম্ভাবনা বেশী। কারণ সন্ন্যাসী ত' একগ্রামে, একগৃহে কেবলমাত্র একদিনই থাকবেন তার বেশী থাকা তখনকার সন্ন্যাসী বা ত্যাগীদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার পন্থাকে সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে পৌছাতে চেয়েছিলেন। বিশেষত অভিজাত গৃহস্থগণ নাম সংকীর্ত্তন পন্থাকে ততটা গুরুত্ব দিতে কুণ্ঠিত ছিল তা ত' মহাপ্রভু নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন, তাই নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করে আচার্য্য হয়ে প্রচার করার প্রেরণা দেওয়া তখন দরকার ছিল। কার্য্যত দেখা গিয়েছে নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পরেও জাহ্নবা দেবী তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু সমগ্র বঙ্গদেশকে নামসংকীর্ত্তন বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে ছিলেন তার জেরে পরবর্ত্তী তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই সংকীর্ত্তন বন্যায় ভাটা পড়েনি।

এখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিভাবে শ্রীজাহ্নবা দেবীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেন, তার বিবরণ ভক্তিরত্নাকরেই বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।

বিবাহ করার পূর্ব ঘটনা মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে প্রচার আরম্ভ করলেন। এক সময় তিনি প্রচারের জন্য জাহ্নবাদেবীর পিতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত পূর্ব থেকেই গৌর-নিত্যানন্দের প্রিয় অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাই সূর্য্যদাস নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর প্রচার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করলেন। তাঁর গৃহেই নিত্যানন্দ প্রভু বাস করে প্রচার কার্য্য করতেন।

সেই সময়ই সূর্য্যদাস তাঁর কন্যা জাহ্নবাদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে জাহ্নবাদেবী নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসিদ্ধা লীলা-সঙ্গিনীই ছিলেন।

তবে এখানে একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর নজির দেখিয়ে অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বিবাহ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এটাও জানা প্রয়োজন যে, নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ নাই। এখনকার মত তখনও ব্রহ্মচারীদের নামের সঙ্গে আনন্দ, স্বরূপ, চৈতন্য প্রকাশ

প্রভৃতি ব্রহ্মচারী নামের পরে যোগ করা যেত। তবে 'আনন্দ' শব্দ সন্ন্যাসীর নামের পরেও যোগ করা যেত।

কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কোন সন্ন্যাস গুরুর নাম কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং তিনি অদ্বৈতাচার্য্য ও ঈশ্বরপুরীরও গুরু ছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর নামের সঙ্গে 'অবধূত' শব্দ যোগ থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ''অবধূত'' শব্দের অর্থ যিনি বিধি নিষেধের অতীত। সাধারণ বিচারে অকরণীয় কার্য্যও অবধূত করে থাকেন। 'অব' অর্থ নীচ, ধূত অর্থ যিনি পবিত্র করেন, নীচ বা অপবিত্রকে যিনি পবিত্র করেন অথবা যাঁরা অতি উচ্চ স্তরের সাধক বা সিদ্ধ, তাঁদের আচরণে সময় বিশেষ কদাচার দেখা গেলেও, তাঁরা নিত্যই শুদ্ধ বা পবিত্রই থাকেন। (শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ''অপিচেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একদণ্ডী সন্ন্যাসী দণ্ডকে তিনখণ্ড করে ভাসিয়ে দিলেন। তার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, দণ্ড যদি নিতে হয় তবে কায়-মন-বাক্যকে দণ্ডিত করার প্রতীকস্বরূপ 'ত্রিদণ্ড' গ্রহণ করা উচিত। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর ঐ আচরণে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসী প্রথা প্রচলন করে তাঁর শিষ্যগণকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং সেই অনুসারে তাঁর অনুগত শিষ্যগণ সমগ্র পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করছেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়েও এখন ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

ভুল ধারণার নিরাকরণ চাই—দূর করা চাই ঃ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আভিমুখ্য বা কর্মপন্থা একপ্রকার ভিন্ন ধরণের তাঁর কৌশলটা ছিল সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তিটা সমাজে সবচেয়ে খারাপ, দুরাচার অতি পতিত, তাকেই প্রথমে তুলে নেওয়া। ঠিক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত—প্রথমে শত্রুর অভেদ্য দুর্গকে আক্রমণ করে পরাস্ত করা।

আমাদের একটা বদ্ধধারণা থেকে গিয়েছে যে সন্ন্যাসী হওয়া মানে মায়ার সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়া। কোথায় একটা নির্জন গোঁফায় বসে চোখবুজে ধ্যান করা। ভারতের সাধুগণ সাধারণভাবে প্রচার করে—''সব ছেড়েছুড়ে নির্জন স্থানে চলে যাও, অরণ্যের ভেতর একটা গোঁফা খুঁজে নিও, আর পুরোদমে ভগবান্কে ধ্যান কর।''

কিন্তু আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মত তিনি বলতেন, এক সেনাপতির মত মায়াকে আক্রমণ কর। তিনি মায়ার বিরুদ্ধে যাবতীয় তথাকথিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুংকার দিয়ে বলতেন, ‘‘ঈশবাস্যমিদং সর্বং’, সবই কৃষ্ণের, যা কিছু দেখছ, সবই কৃষ্ণের সেবার জন্য, আমার ভোগের জন্য নয়। এটা আমার ওটা কৃষ্ণের এ প্রকার ভ্রান্ত ধারণাকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হবে এর উপর আঘাত হানো—এ ভ্রান্ত মতকে দূর করে দাও।’’

তিনি আমাদের বলতেন, কীর্ত্তন মানে এই ভ্রান্ত মত, মোহগ্রস্ততার সঙ্গে বিরোধ, এর নামই প্রচার। দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণচেতনাকে প্রচার কর।

কৃষ্ণানুসন্ধান কৃষ্ণ-সুখানুশীলনের বার্ত্তা প্রচার কর। যদি তারা বুঝতে পারে যে সবই কৃষ্ণ সুখের জন্য তা হলে তারা বেঁচে যাবে উদ্ধার পেয়ে যাবে। এত অতি সরল সত্য কথা, এটা তারা কেন বুঝতে পারবে না।

এই বিচারে আমরা কোন দিক্ থেকে ভয়ের কারণ কিছুই দেখি না। কোন একজন নির্জন ভজন প্রয়াসী বৈষ্ণব আমাদের গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কোলকাতায় কেন থাকেন; ওটা ত' শয়তানের আড্ডা, ওখানে কেবল নিজের স্বার্থের জন্য, ভোগ করার জন্য অহরহ প্রতিযোগিতা, সে স্থান ছেড়ে দিয়ে ধামে চলে আসুন।’’

কিন্তু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সে কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, ‘‘আমি ত' সবচেয়ে দূষিত জায়গায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথা প্রচার করতে চাই।’’

এই কারণেই তিনি পাশ্চাত্য দেশে লোক পাঠাতে চেয়েছিলেন—‘‘পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আপাত চাকচিক্যে আকৃষ্ট ও মোহগ্রস্ত হয়ে এদেশের লোক তার অনুকরণে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আগেই ধ্বংস করতে হবে। তা হলে এদেশের কাছে তার আপাত সুন্দর রূপের মোহ কেটে যাবে; তার ফলে তারাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে যোগ দেবে।’’

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই রকমই উৎসাহ ছিল। তিনি গোড়া থেকেই জগতে পতিত উদ্ধার ব্যানার উড়িয়ে তাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আকৃষ্ট করার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

—x—

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-দ্বাদশকম্

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত

যোঽনন্তোঽনবক্ত্রৈর্নিরবধি হরিসংকীর্ত্তনং সংবিধত্তে
যো বা ধত্তে ধরিত্রীং শিরসি নিরবধি ক্ষুদ্রধূলীকণেব।
যঃ শেষশ্ছত্র-শয্যাসন-বসনবিধৈঃ সেবতে তে যদর্থাঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ১ ।।

অংশৈর্যঃ ক্ষীরশায়ী সকলভুবনপঃ সর্বজীবান্তরস্থো
যো বা গর্ভোদশায়ী দশশতবদনো বেদসূক্তৈর্বিগীতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাশেষগর্ভা প্রকৃতিপতিপতির্জীবসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ২ ।।

যস্যাংশো ব্যূহমধ্যে বিলসতি পরমব্যোম্নি সংকর্ষণাখ্য
আতন্বন্ শুদ্ধসত্ত্বং নিখিলহরিসুখং চেতনং লীলয়া চ।
জীবাহঙ্কারভাবাস্পদ ইতি কথিতঃ কুত্রচিজ্জীববদ্ যঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৩ ।।

যশ্চাদিব্যূহমধ্যে প্রভবতি সগণো মূলসঙ্কর্ষণাখ্যো
দ্বারাবত্যাং তদূর্দ্ধে মধুপুরি বসতি প্রাভবাখ্যো বিলাসঃ।
সর্বাংশী রামনামা ব্রজপুরি রমতে সানুজো যঃ স্বরূপে
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমনামা পরমসুখময়ঃ কোপ্যচিন্ত্যঃ পদার্থো
যদ্গন্ধাৎ সজ্জনৌঘা নিগম-বহুমতং মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি।
কৈবল্যৈশ্বর্য্যসেবা-প্রদগণ ইতি যস্যাঙ্গতঃ প্রেমদাতুঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৫ ।।

যো বাল্যে লীলয়ৈকঃ পরমমধুরয়া চৈকচক্রানগর্য্যাং
মাতাপিত্রোর্জনানামথ নিজ-সুহৃদাং হ্লাদয়ংশ্চিত্তচক্রম্।
তীর্থান্ বভ্রাম সর্বানুপুহ্নত জনকো ন্যাসিনা প্রার্থিতশ্চ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৬।।

ভ্রামং ভ্রামঞ্চ তীর্থান্ যতিমুকুটমণিমাধবেন্দ্রপ্রসঙ্গাৎ
লব্ধোল্লাসঃ প্রতিক্ষ্য প্রকটিতচরিতং গৌরধামাজগাম।
শ্রীগৌরঃ শ্রীনিবাসদিভরপি যমবাপালয়ে নন্দনস্য
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৭।।

প্রাপ্তাজ্ঞো গৌরচন্দ্রাদখিলজনগণোদ্ধার-নাম প্রদানে
যঃ প্রাপ্য দ্বৌ সুরাপৌ কলিকলুষহতো ভ্রাতরৌ ব্রহ্মদৈত্যৌ।
গাঢ়প্রেমপ্রকাশৈঃ কৃতরুধিরবপুশ্চাপি তাবুজ্জহার
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৮।।

সাক্ষাদ্গৌরো গণানাং শিরসি যদবধৃতস্য কৌপীনখন্ডং
সংধর্ত্তুঞ্চাদিদেশাসব-যবনবধুস্পৃষ্ট-দৃষ্টোঽপি বন্দ্যঃ।
ব্রহ্মদ্যানামপীতি প্রভুপরিহ্নতকানামপি স্বেষ্টপীঠঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ৯।।

উদ্ধর্ত্তুং জ্ঞানকর্মাদ্যপহতচরিতান্-গৌর-চন্দ্রো যদাসৌ
ন্যাসং কৃত্বা তু মায়া মৃগমনুসৃতবান্ গ্রাহয়ন্ কৃষ্ণনাম।
তচ্ছায়েবান্বধাবৎ স্থল-জল-গহনে যোঽপি তস্যেষ্ট-চেষ্টঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ১০।।

শ্রীরাধাপ্রেমলুব্ধো দিবসনিশিতদা-স্বাদমত্তৈকলীলো
গৌরো যঞ্চাদিদেশ স্বপরিকরবৃতং কৃষ্ণনাম প্রদাতুম।
গৌড়েহবাধং দদৌ যঃ সুভগ-গণধনং গৌরনাম প্রকামং
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্।। ১১।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারস-মধুরসুধাস্বাদশুদ্ধৈকমূর্ত্তৌ
গৌরে শ্রদ্ধাং দৃঢ়াং ভো প্রভুপরিকর-সম্রাট্ প্রযচ্ছাধমেহস্মিন্।
উল্লঙ্ঘ্যাঙ্ঘ্রিং হি যস্যাখিলভজনকথা স্বপ্নবচ্চৈব মিথ্যা
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং পতিতশরণদং গৌরদং তং ভজেঽহম।। ১২ ।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনিত্যানন্দ-দ্বাদশকমের বঙ্গানুবাদ

১। যিনি অনন্তদেব রূপে অনন্ত মুখে নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করেন, যিনি পৃথিবীকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা রূপে নিজের মস্তকে ধারণ করেন, যিনি শেষদেব অনন্তরূপে ছত্র, শয্যা, আসন, বসনাদি রূপে নিজ অংশী কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

২। যিনি নিজের অংশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে সকল ভুবন পালন করেন, এবং সর্ব্বজীবের অন্তরে বাস করেন, যাঁহাকে গর্ভোদকশায়ী "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" রূপে বৈদিক সূক্তে স্তুতি করা হয়েছে, যাহার গর্ভে অশেষ ব্রহ্মান্ড অবস্থিত, যিনি প্রকৃতিপতি পরমাত্মা রূপে যাবতীয় জীবকোটীর আশ্রয়, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৩। যিনি অংশরূপে পরব্যোম বৈকুণ্ঠে সংকর্ষণ হয়ে বিলাস করেন এবং চতুর্ব্যুহ মধ্যে আদি ব্যূহ সংকর্ষণ রূপে খ্যাত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লোকে শ্রীহরির অপ্রাকৃত লীলাসুখ বিস্তার করেন, যিনি জীব মধ্যে অহংকার রূপে বিরাজিত এবং কোথাও যিনি জীববৎ লীলা করেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৪। যিনি দ্বারকায় আদিব্যুহ সংকর্ষণ নামে সপারিষদ বিরাজ করেন, তদূর্দ্ধলোক মথুরাতে প্রাভববিলাস রূপে বিলাস করেন এবং ব্রজপুরীতে সর্ব্ব অবতারের মূল বলরাম নামে নিজ অংশী অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৫। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ পরম সুখময় কোন অচিন্ত্য পদার্থের কিঞ্চিৎ সৌরভ লাভ করে সাধুগণ বেদ প্রতিপাদ্য কৈবল্য মোক্ষকেও অনাদর করে দূরে নিক্ষেপ

করেন, এতাদৃশ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যিনি দান করেন, যাঁর অংশাংশের দ্বারা কেবলা মুক্তি ও ঐশ্বর্য্য-সেবা প্রাপ্তি হয়ে থাকে সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৬। যিনি একচক্রা নগরীতে পরম মধুর বাল্যলীলা প্রকট করে নিজ মাতাপিতা ও স্বজনগণের চিত্তে আনন্দ দান করেছেন, যিনি সন্ন্যাসী দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৭। যিনি তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে সন্ন্যাসী শিরোমণি শ্রীল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গ প্রভাবে উল্লসিত হয়ে গৌরধামে আগমন করে নন্দনাচার্য্য গৃহে শ্রীনিবাসাদি সপার্ষদ গৌরসুন্দরের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৮। যিনি এই কলি যুগে নাম প্রেম প্রদান করে নিখিল জনগণের উদ্ধার করবার আদেশ গৌরচন্দ্র হ'তে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যিনি কলিকলুষ হত মদ্যপ (জগাই মাধাই নামে) দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতার নিকট আহত হয়ে, রুধিরাক্ত হয়েও গাঢ়প্রেম দ্বারা সেই দুইজনকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

৯। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অবধূত প্রবরের কৌপীন খন্ডকে শিরে ধারণ করবার জন্য নিজগণকে আদেশ করেছিলেন, যিনি মদিরা যবনী স্পর্শ করলেও ব্রহ্মাদি দেবতার বন্দ্য এবং প্রভুর প্রিয়গণেরও শ্রেষ্ঠ, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

১০। শ্রীগৌরচন্দ্র যখন জ্ঞান কর্মাদি দ্বারা পথভ্রষ্ট কুতার্কিক গণকে উদ্ধার করে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করাবার জন্য সন্ন্যাস লীলা প্রকট করেছিলেন, তখন যে নিত্যানন্দ প্রভু ছায়ার মত জল-স্থল-অরণ্যাদিতে অনুগমন করেছিলেন এবং যিনি শ্রীগৌর চন্দ্রের সর্বাভীষ্ঠ প্রপূরক, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

১১। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অহর্নিশ শ্রীরাধাপ্রেমে মাধুর্য্যাস্বাদ প্রমত্ত হওয়া অবস্থায় যে নিত্যানন্দ প্রভুকে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচারের আদেশ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড় দেশে এসে সাধুগণের অমূল্য সম্পদ শ্রীগৌরনামকে প্রচুর বিতরণ

করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর।

১২। হে প্রভু পরিকর-সম্রাট্ নিত্যানন্দ্ প্রভু! শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস-মধুর-সুধা-স্বাদ-বিগ্রহ্ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দৃঢ়া শ্রদ্ধাভক্তি এ অধমকে প্রদান করুন। যে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মকে উপেক্ষা করলে যাবতীয় সাধন ভজন স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়, সেই পতিত-শরণদ গৌরদ শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে।।

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে মূর্খ লোকেরাও তাঁর স্বরূপ নিরূপণ করতে পারে।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স
নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।

পরব্যোমে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং অনন্তশেষ যাঁর অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ রামের আমি শরণাগত হই।

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।

জড় ব্রহ্মান্ডজগতের ঊর্ধ্বে সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) মধ্যে সঙ্কর্ষণ রূপটি যাঁর, সেই (বলরাম) নিত্যানন্দ প্রভুর শরণাগত হই।

মায়াভর্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি-মধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।

স্বয়ং মায়ার অধীশ্বর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্বরূপ এবং যিনি কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন, সেই আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু যাঁর একটি অংশমাত্র, সেই নিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।

যাঁর নাভিপদ্ম চৌদ্দভুবনের আধার এবং লোকস্রষ্টা বিধাতার জন্মগৃহ স্বরূপ, সেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ সেই শ্রীনিত্যানন্দরামকে প্রণাম করি।

যস্যাশাংশাংশঃ পরত্মাখিলানাং
পোষ্টাবিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।

অখিল জীবের পরমাত্মা ও পোষণকর্তা যে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, তিনি যাঁর অংশের অংশ; জগৎ পালক অনন্তদেব যাঁর কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ১ ।।

যাঁর শ্রীমুখমন্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করে, যাঁর সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহর-রূপে শোভা পায়, যিনি মত্ত মাতঙ্গের মতো মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁর শ্রীহস্তে বেত্র শোভা পায়, যিনি কলি-কলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

রসনামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম্-বসুধা-জাহ্নবা-পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ২ ।।

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন ত্রিজগতে কোথাও যাঁর তুলনা নেই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি মন্দমনা ব্যক্তিগণের নিতান্ত অবিদিত, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বাদা ভজনা করি।

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ করণোদ্দাম-করুণং।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্ বা ভব-জলধি-গর্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৩ ।।

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের জন্য যাঁর করুণার অবধি নেই, যিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তন প্রচার দ্বারা দুস্তর ভবসমুদ্রের গর্ব খর্ব করেছেন অর্থাৎ যিনি সংসার সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হবার উপায় বিধান করেছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৪ ।।

—"হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হবে? তুমি কৃপা করে ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাতে তারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করতে পারে"—এইভাবে

যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন ও যুক্তি-পরামর্শ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটেরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৫ ।।

"হে ভাই সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্তন কর, তাহলে তোমাদের ভবসমুদ্র পার হবার জন্য আমি দায়ী রইলাম"—এইভাবে বলতে বলতে যিনি বাহু আস্ফালনপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধুন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জত্তিমির-হর-সূর্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৬ ।।

আহা মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করতে যিনি কুম্ভ থেকে জাত অগস্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করবার জন্য চন্দ্ররূপে সমুদিত হন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করতে সূর্যস্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপীগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি ভজনা করি।

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুবন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৭ ।।

যিনি নৃত্য করতে করতে, কীর্তন করতে করতে, কীর্তন করতে করতে, হরিবোল বলতে বলতে ও শ্রীহরিনাম কীর্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে করতে পথে পথে বিচরণ করতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণনেত্রে ঈক্ষণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথোবক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৮ ।।

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল করকমল ধারণপূর্বক পরস্পরের বদনচন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হতেন এবং যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্নত্ত ক'রে চতুর্দিকে বিচরণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

রসানামাধারাং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি যস্ত-
দঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাবজং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে।। ৯ ।।

যিনি ভক্তিরস-সমূহ প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁর স্মরণ করলে পাপিগণের পরিত্রাণ লাভ হয়ে থাকে, সেই নিত্যানন্দ প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব অষ্টক যিনি পাঠ করবেন, তাঁর হৃদয়ে তদীয় সুদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারুরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হবে।

—×—

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভ অসম্ভব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত হরিকথামৃত থেকে প্রাপ্ত

শ্রীনিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না। (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন)—

"নিতাই-পদ কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে;
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্তহঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য ক'রি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দুখানি।।
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙা চরণের পাশ।।"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সমাজে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ, কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন। গত তিন শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটি

ভজনানন্দী পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধাভক্তিকথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ সকল মহদ্‌ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়েছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিভজন ও হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম সম্বন্ধে বিচার

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।

* * * * *

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।।"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম-সংকীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধন স্বরূপ মায়ার নাম-কীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর' নাম কীর্ত্তিত হইলেই, নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্ব্বদিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেন ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থানে যাওয়া হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে 'প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের শ্রীগৌরনিত্যানন্দনামাক্ষর গৌরনিত্যানন্দের নাম নহে।

—x—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তুতি

বলরাম নিত্যানন্দ দয়া কর মোরে।
তব কৃপা বিনা গৌর কে জানিতে পারে।।
গৌর জন্ম অগ্রে প্রভো! তুমি জনমিয়া।
জানাইলে গৌরতত্ত্ব গৌরাঙ্গ ভজিয়া।।
"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে"।।
ইহা তব গীত বলি, গায় ভক্তগণ।
তোমাদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশিত হন।।
পতিতেরে তুমি হরি-নাম প্রেম দিলে।
জগাই মাধাই আদি পাপী তরাইলে।।
তব পদে অপরাধ যেই জন করে।
গৌরাঙ্গের কৃপা সেই পাইতে না পারে।।
প্রেমদাতা শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ হন।
তোমা দ্বারা গৌড়দেশে নাম প্রেম দেন।।
বীরভূম একচক্রা নামক গ্রামেতে।
আবির্ভূত হৈলে তুমি প্রেমানন্দ দিতে।।
হাড়াই পণ্ডিত পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
তোমা হেন পুত্র পাই আনন্দিত অতি।।
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী (তব) প্রকটের কাল।
তখন হইল ধ্বনি আনন্দ বিশাল।।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ধরি' মায়াপুরে গেলে।
নন্দন আচার্য্য ঘরে অবস্থান কৈলে।।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরচন্দ্র তাহাত' জানিলা।
তব অন্বেষণে ভক্তগণে পাঠাইলা।।
ভক্তগণ নবদ্বীপে অনেক খুঁজিলা।
কোথাও তোমার দেখা, কেহ না পাইলা।।
(তখন) সর্ব্বভক্ত সঙ্গে গৌর আপনি চলিলা।
নন্দনের গৃহে যাই তোমারে মিলিলা।।

কি আনন্দ উছলিল দোঁহার মিলনে।
হইল বিহ্বল দোঁহে প্রেম আলিঙ্গনে।।
ভাইরে পাইয়া ভাসে আনন্দ সাগরে।
শ্রীবাসের বাড়ী আনে ব্যাস পূজা তরে।।
নিগূঢ় তোমার তত্ত্ব গৌর জানাইল।
তোমা হৈতে গৌর 'কৃষ্ণ' জগৎ জানিল।।
তোমাদের করুণায় মায়ামুক্ত হই।
তোমাদের করুণায় রাধা-কৃষ্ণ পাই।।
তব কৃপা বিনা মোর অন্য গতি নাই।
কৃপা করি শ্রীচরণে দেহ মোরে ঠাঁই।।
সদা তব নাম গাই এই কৃপা কর।
তব স্তুতি করিতেছে দীন যাযাবর।।

—×—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দয়া

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার।।
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা।।
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে।।
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ।।
অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম।।
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ।।
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে।।
নমস্কার করিতে,কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে।।
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার।।
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প।।
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার।।
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবা-কার্য্য।।
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস।।
এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম।।
এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ।।
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হইল বাদ।।
চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস।।
ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে।।
দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান', তোমার হবে সর্ব্বনাশ।।
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' তোমার প্রমাণ।।
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড।।
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ।।
এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব।।
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন।।
নৈহাটি-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম।।
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।।
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার।।
শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর।।
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান।।
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা।।
চন্দন লেপিত অঙ্গে, তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি, মদ-মন্থন পয়ান।।
কোটিচন্দ্র-জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্তে তাম্বুল-চর্ব্বণ।।

প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে।।
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ।।
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে।।
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল, চামর ঢুলায়।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব।।
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী।।
আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে, যাহ',—তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।।
এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা।।
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি, হঞাছে প্রভাতে।।
কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার।।
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন।।
জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম।।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।।
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত।।
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ।।
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন।।
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার।।
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ।।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।।

শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ-বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন।।
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল।।
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন।।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে।।
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন।।
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে।।
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন।।
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণ গান।।

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন।।

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৩৭)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহস্তি রঙ্গঃ।।

হে সখে, যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত-বংশী ও ময়ূরপুচ্ছধারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান।।
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর।।
হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে।।
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল।।
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য।।
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভুনিত্যানন্দ-দয়া।।
'তাঁরা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র, এই তার কৈল বিবরণ।।
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়।।
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া।।
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর।।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ)

একচক্রায় পঞ্চপাণ্ডব

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল।
রাঢ়ে একচক্রা-নাম গ্রামে স্থিতি কৈল।।
একচক্রা-প্রদেশে যে অসুর-রাক্ষস।
সে-সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ।।
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই।।
একচক্রা নির্জনে রহয়ে মহানন্দে।
সদা সোঙরয়ে বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রে।।
দেখি' একচক্রা-ভূমি-শোভা মনোহর।
মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর।।
দেখিলু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল।
ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথাও নহিল।।
ইথে বুঝি কৃষ্ণলীলাস্থলী এই স্থান।
কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহান।।
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।।
স্বপ্নচ্ছলে রোহিণীনন্দন বলরাম।
হইলা সাক্ষাৎ, শোভা অতি অনুপাম।।
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবশে।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদুভাবে।।
—"এই কথোদূরে নবদ্বীপ-নামে গ্রাম।
সুরধুনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান।।
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে।
জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহা-কুতুহলে।।
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁ'র।
তাঁ'র ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার।।
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।"
এত কহি' বলদেব হৈলা অন্তর্ধান।।
হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা-গ্রামে।।
দেখিতেই ভূমি-শোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল।।

(শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)

—x—

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।। ১ ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫।১৪৬)

বলদেবই মূল সঙ্কর্ষণ—

শ্রীবলরাম-গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন।।
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়।। ৭ ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ৫।৮-৯)

বলদেবাভিন্ন-নিত্যানন্দপ্রভুর লীলা—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ।। ৮ ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩।১৪৮)

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মাল্‌সাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।।
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।। ৯ ।।

(গীতাবলী ৮নং কীর্ত্তন)

শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনঃধাম।।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।।

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি রস প্রান্ত।।
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।। ১০।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫।২০০-২০৪)

পতিত-পাবন নিত্যানন্দ—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয়।।
এমন নিঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা-করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।। ১ ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ৫।২০৫-২০৯)

অনর্থমুক্তি ও ভক্তিলাভেচ্ছায় নিতাইর কৃপাই সম্বল—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে।। ১২ ।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১।৭৭)

নিতাই—শ্রীচৈতন্যের প্রচারক—

চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়।।
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়।। ১৩ ।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ৯।২১৭-২১৮)

গৌরদাস্যে পাগল নিতাই—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল।। ১৪।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ৯।২১৭-২১৮)

অখন্ডতত্ত্বকে খন্ড বস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষন্ডতা মাত্র—

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান', তোমার হবে সর্ব্বনাশ।।
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটি—ন্যায়' তোমার প্রমাণ।।

গৌর ব্যতীত নিতাই, নিতাই ব্যতীত গৌরে
ছল-বিশ্বাস—ভক্তিবিরোধমাত্র—

কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হওঁ ত' পাষণ্ড।
একে মানি', আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড।। ১৫ ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদি ৫।১৭৫-১৭৭)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা ও তত্ত্ব গীতি

আরে ভাই! নিতাই আমার দয়ার অবধি!
জীবেরে করুণা করি' দেশে দেশে ফিরি' ফিরি'
প্রেম-ধন যাচে নিরবধি।।
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ ধরণে না যায় অঙ্গ
গোরা-প্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি' হরি বলে,
দু-নয়নে বহে নিতাইয়ের পানি।।
কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তল-লোলে,
গুঞ্জার আঁটুনি চুড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীলধটি,
বাজন নূপুর রাঙ্গা পায়।।
কে কহু নিতাইর গুণ জীবে দেখি সকরুণ
হরিনামে জগত তারিল।
মদন মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহল ধন্ধ
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল।।
ভুবনমোহন বেশ! মজাইল সব দেশ!
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস!
প্রভু মোর নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।।

****

আক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।।
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া।।
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।।

এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়।।
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল।।

****

নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি।।
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই।।
যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব।।
গঙ্গা যাঁর পদ-জল, হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাও তার মাঝমুখখানে।।

****

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী।।
প্রেমবন্যা লয়ে নিতাই আইল গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে।।
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।।
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান।।
লোচন বলে হেন নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল।।

****

দয়া কর মোরে নিতাই! দয়া করে মোরে।
অগতির গতি নিতাই, সাধু লোকে বলে।।
জয় প্রেমভক্তিদাতা-পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার।।
প্রেমদানে জগজনের মন কৈলা সুখী।
তুমি হেন দয়ার ঠাকুর! আমি কেনে দুঃখী?
কানুরাম দাস কহে—কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি।।

****

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিতাই গৌরাঙ্গ।।
(জয়) যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
(জয়) রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।।
(জয়) মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
(জয়) গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
(জয়) স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
(জয়) খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।।
(জয়) পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
(জয়) তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।।
(জয়) দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
(তোমরা) কৃপা করি দেহ' গৌরচরণারবিন্দ।।

****

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন।
(ওরে) নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন।।
(এমন দয়াল তো নাই রে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে, পাবে প্রেমধন।।
(ওনামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন।।

(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হবে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন।।
(শ্রীকৃষ্ণরতির বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন।
(গৌরকৃপা হ'লে হে)

শ্রীনগর-সঙ্কীর্ত্তন

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।। ১ ।।

(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।। ২ ।।

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।। ৩ ।।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার।। ৪ ।।

নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা জগত করিল ধন্যা
ভরিল প্রেমেতে নদী খাল।। ধ্রু।।
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ বাকী না রহিল কেউ
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া।
সকল ভকত মেলি সে প্রেমেতে করে কেলি
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া।।
ডুবিল নদীয়াপুর ডুবে প্রেমে শান্তিপুর
দোহে মিলি বাইছ খেলায়।
তা দেখি নিতাই হাসে সকলেই প্রেমে ভাসে
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায়।।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক

জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায়।
পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায়।।
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেকে।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেকে।।
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভুভাঙ প্রসন্নবয়ান্।।
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানুলম্বিত মালা অতি শোভা ধরে।।
অরুণ কিরণ জিনি দুখানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন।।

****

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম।।
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে কৈল পিতা-ব্যাজ।।
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম।।
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল।।

****

গোরা প্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনী ধার।।
বিপুল পুলকাবলি শোভে হেম গায়।
গজেন্দ্র গমনে হেলি দুলি চলি যায়।।

পতিতেরে নিরখিয়া দুবাহু পশারি।
কোলে করি সঘনে বোলয়ে হরি হরি।।
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধমে তারিতে অবতার।।

******

ইহা কলিযুগ ধন্য, নিত্যানন্দ, চৈতন্য
পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুঃখী হৈয়া সকরুণ আঁখি
হরিনাম গাঁথি দিল হার।।
নিজগুণ প্রেমধন দিলা গোরা জনে জন,
পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি ফিরে পহুঁ গৌরহরি
যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে।।
জড়, অন্ধ, পঙ্গু যত, পশু, পাখি আদি কত
কান্দাইল নিজ প্রেম দিয়া।
প্রেমরসে মত্ত হৈয়া অন্নজল তেয়াগিয়া
ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া।।
হেন পঁহু না ভজিলুঁ, জনমিয়া না মরিলুঁ,
হাতের ধন হারাইলুঁ নিধি।
কহে হরিদাস ছার কোন গতি নাহি আর,
কেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি।।

******

এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই।
মো সমান পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই।।
মুঞি অতি মূঢ় মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর।।

ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী।।
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুটি ভাই।।
লোচন বলে মুঞি অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে।।

******

নিতাই চৈতন্য দোঁহে বড় অবতার।
এমন দয়াল দাতা না হইবে আর।।
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত।
করুণায় উদ্ধার করিলা কত কত।।
হেন অবতারে মোর কিছুই না হইল।
হায়রে! দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল।।
যত যত অবতার হইল ভুবনে।
হেন অবতার ভাই না হয় কখনে।।
হেন প্রভুর পদদ্বন্দ্ব না করি ভজন।
হাতে তুলি মুখে বিষ করিলু ভক্ষণ।।
গৌর-কীর্ত্তন প্রেমে জগৎ ডুবিল।
হায়রে! অভাগার বিন্দু পরশ নহিল।।
কান্দে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ করে।
ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেনে নাহি মরে।।

—×—

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দস্তুতি

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত। অন্ত্য খণ্ড। পঞ্চম অধ্যায়)

দেখিয়া অদ্বৈত, নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ।।
হরি বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার।।
করজোড় করিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি।।
তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণগ্রাম।।
সর্বজীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্যধর্ম্মসেতু।।
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি।।
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি ভক্ত নাম যাঁর।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার।।
বিষ্ণুভক্তি সবেই লয়েন তোমা হইতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে।।
পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূণ্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য।।
সর্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার।।
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে।।
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্রবদন আদিদেব মহীধর।।

রক্ষকুলহন্তা তুমি শ্রীলক্ষণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত।।
মূর্খ, নীচ, অধম, পতিত, উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে।।
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হইতে তাহা পাইবেক যে-তে জনে।।
কহিতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ আবেশে পাসরিলেন আপনা।।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দস্তুতি

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি আকর গ্রন্থধৃত)

পানিহাটি গ্রামে হইল পরম আনন্দ।
আপনি সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।।
রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে কহিলা কিছু রহস্য উত্তর।।
রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই।।
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সেই আমি করি এই বলিল তোমারে।।
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে।।
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই।।
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা হইব সুলভ।।
এতেকে হইয়া সবে মহাসাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভগবান্।।
তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যার রহে।
সতত ভজিলেও সে মোর প্রিয় নহে।।
গোপীগণের যেই প্রেমা কহে ভাগবতে।
একা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে।।
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।।
মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দদাস।
অবশ্য জানিবে আমার স্বরূপ প্রকাশ।।

মন্দিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বোলে গৌরচন্দ্র।।
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
নিতাই পারে হেন কৃষ্ণে করিতে বিক্রয়।।
প্রভু কহে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা সে করে আমারে।।
ইঁহার চরণ, শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব, ইঁহারে করিও সবে প্রীত।।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়পত্র-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

আমি অজ্ঞাধম, অদ্য কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় অনতিবিলম্বে আমায় প্রার্থিত প্রশ্নের যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রকাশ-পূর্ব্বক উপকৃত ও বাধিত করিবেন।

কয়েকটি বিষয় লইয়া এস্থানে বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে বিষম আন্দোলন চলিয়াছে। তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম ঃ—

(১) আখড়াদি স্থানে "এক সিংহাসনে শ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহদ্বয় এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলবিগ্রহ স্থাপিত আছেন"—ইহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মতে দূষণীয় কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।

বিনয়াবনতদাস—

শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী

পোঃ-বালিহাটি, জিঃ-ঢাকা।

উত্তর

(১) শ্রীভগবান্ রসময়; সুতরাং তাঁহার উপাসনাও রসময়ী। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবদুপাসনা ব্যতীত জীবের প্রতিপদে অনন্ত অপরাধে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা। রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ গুরুব্রুবগণের উপদেশে চালিত বা স্বতন্ত্রভাবে স্বমতকল্পনা করিয়া ভগবানের উপাসনা-চেষ্টা অপরাধ সঞ্চয় করেন। নিম্নলিখিত কারণে শ্রীগৌরনিতাইর সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিগ্রহ এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন না।

(ক) শৃঙ্গার-রসময় মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শৃঙ্গার-রসেরই উপাস্যবস্তু। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীল গৌরসুন্দরের সহিত তাঁহাদের একসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার

কোন বাধা নাই। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্যভাব। সখ্যরস মধুর রসের মিত্র হইলেও বাৎসল্যরস মধুররসের শত্রু; যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উঃ ৮ লঃ ৪১ শ্লোকে—

"শুচেঃ সম্বন্ধগন্ধেঽপি কথঞ্চিদ্যদি বৎসলে।
ক্বচিদ্ভবেত্ততঃ সুষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে।"

অর্থাৎ শুদ্ধবৎসলরসে যদি কথঞ্চিৎ শৃঙ্গাররসের গন্ধও থাকে, তাহা হইলে ঐ বৎসলরস বিরসতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তির আরাধনারূপ অনুষ্ঠানে রসাভাসদোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও মহাপরাধজনক।

(খ) চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলিত রাজ্য এই জড়জগতের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কখনও শৃঙ্গারবিলাসাদি করেন না। গরুড়পুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অন্যতম। সুতরাং পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমক্ষে কনিষ্ঠের শৃঙ্গাররসগত কোনও প্রকার ব্যবহার থাকিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী
মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধামদেব-স্তোত্রম্
অমৃতবিদ্যা (বাংলা, উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

Centenary Anthology
Golden Staircase
Heart and Halo
Home Comfort
Holy Engagement
Inner Fulfilment
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Sri Sri Prapanna-jivanamritam)
Loving Search for the Lost Servant
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol I, II, III, & IV)
Sri Guru and His Grace
Srimad Bhagavad-Gita-
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Subjective Evolution of Consciousness
The Golden Volcano of Divine Love
The Search for Sri Krishna Reality the Beautiful

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine Aspiration
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
Original Source
The Divine Servitor

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

রচনামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায়ও এই বই গুলির অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সি ডি, ক্যাসেট ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

হে প্রভু পরিকর-সম্রাট্ নিত্যানন্দ প্রভু! শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস-মধুর-সুধা-স্বাদ-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দৃঢ়া শ্রদ্ধাভক্তি এ অধমকে প্রদান করুন। যে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মকে উপেক্ষা করলে যাবতীয় সাধন ভজন স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়, সেই পতিত-শরণদ গৌরদ শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ দ্বাদশকম্
শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ